টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্

রঘুনাথগঞ্জ

হেড অফিস—**সদরঘাট** * ব্রাঞ্চ—**ফুলতলা**

বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, বেবী সাইকেল, পেরামবুলেটর প্রভৃতি ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

★

সুদক্ষ কারিগর দ্বারা যত্নসহকারে সাইকেল মেরামত করিয়া থাকি।

৫৯শ বর্ষ
৪৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২৩শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
৭ই মার্চ্চ, ১৯৭৩

নগদ মূল্য : ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

ধুলিয়ানে গঙ্গা-ভাঙ্গন প্রতিরোধে সম্মেলন

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

ধুলিয়ান, ৪ঠা মার্চ্চ—আজ বিকেলে ধুলিয়ান বাজারে গঙ্গা-ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রস্তুতি কমিটির সম্মেলনে দলমতনির্বিশেষে সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়। রাজ্য সভার সদস্য শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল সেনগুপ্ত তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলেন যে, এই সমস্যা কেবলমাত্র একটি আঞ্চলিক সমস্যা নয়—এ সমস্যা জাতীয় সমস্যা। সংসদ সদস্য শ্রীসুহৃদ বসু মল্লিক বলেন যে, দিল্লী থেকে এসেই আজ সকালে তাঁরা ভাঙ্গন এলাকাগুলি পরিদর্শন করেছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৫১ হাজার লোকের জন্য ত্রাণের কোন ব্যবস্থাই করা হয়নি। সংসদ সদস্য শ্রীত্রিদিব চৌধুরী গঙ্গা-ভাঙ্গন প্রতিরোধে সরকারী টালবাহানার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এই সমস্যা সমাধানে এখন পর্যন্ত স্থায়ী কোন পথ খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী ডঃ কে, এল, রাও শ্রীচৌধুরীর লিখিত পত্রের জবাবে জানিয়েছেন যে, কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারকে ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য খসড়া পরিকল্পনা তৈরী করে পাঠাতে বলেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার সেই পরিকল্পনা প্ল্যানিং কমিশনে পাঠাবেন এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্যের জন্য অর্থদপ্তরে সুপারিশ করবেন বলে জানিয়েছেন। রাজ্য সরকারের যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারদেরকে সাহায্যের জন্য পাঠানো হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার কোন পরিকল্পনা তৈরী না করেই ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা চেয়েছেন। এদিকে যে উদ্দেশ্যে ১৫৬ কোটি টাকা খরচ করে ফরাক্কা ব্যারেজ তৈরী করা হয়েছে, ভাঙ্গনের ফলে সেই প্রকল্প আজ ব্যর্থ হতে চলেছে। গঙ্গা যেভাবে পাড় ভাঙ্গছে তাতে অচিরেই রেল-লাইন এবং জাতীয় সড়ক বিপন্ন হতে পারে। জঙ্গিপুর ব্যারেজ থেকে গঙ্গা এবং পদ্মার দূরত্ব মাত্র ৩০০ গজ। এই দুই নদী পুনরায় মিশে গেলে ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী বড় বড় শহরগুলিতে বন্যার আশংকা রয়েছে। শ্রীচৌধুরী আরও বলেন যে, তিনি কোন দলের হয়ে এখানে আসেননি—এসেছেন মাতৃঋণ শোধ করতে। ভাঙ্গনের ফলে যে সমস্ত লোক

জি, আর বিলি ব্যবস্থায় গরীমসী কেন ?

মির্জাপুর, ১লা মার্চ্চ—মির্জাপুর অঞ্চলের দুঃস্থদের মধ্যে জি, আর বিলি নিয়ে কর্ম্মকর্ত্তাদের মধ্যে গরীমসী এবং ক্ষমতার লড়াই এর এক খবর পাওয়া গিয়েছে। এই অঞ্চলের এ্যাডমিনিসট্রেটার ও গ্রামসেবককে ৭-২-৭৩ তারিখে জি, আর বিলি ব্যবস্থার পত্র নির্দ্দেশ দিয়ে পাঠান বি, ডি, ও। কিন্তু এ্যাড্ মিনিসট্রেটার এ ব্যাপারে উদাসীন থাকায় গ্রামসেবক বিভিন্ন গ্রামসভার উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যদের সহায়তায় জি, আর প্রাপকদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে জি, আর বিলির ব্যবস্থা করলে এ্যাড্ মিনিসট্রেটার পত্র পাঠিয়ে উক্ত জি, আর ২৩-২-৭৩ পর্য্যন্ত বন্ধ রাখতে বলেন। এবং পরে গ্রামসভার উপদেষ্টা-মণ্ডলীর এক সভা আহ্বান করেন। স্থানীয় জনসাধারণের ক্ষোভ ও অভিযোগ—সভা আহ্বান করার প্রয়োজনীয়তা যদি একান্তই ছিল তবে ৭-২ ৭৩ এর পর যে কোন দিন তা ডাকলেন না কেন ? জি, আর এর প্রথম দফায় মাল যদি কর্ত্তাব্যক্তিদের কাজের গরীমসী এবং ক্ষমতার লড়াই এর ফলে বাজেয়াপ্ত হয়ে যায় তার জন্য দায়ী হবেন কে ? দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানুষের সাহায্য লাভের পথে বাধা সৃষ্টি করার অধিকার এ্যাড্ মিনিসট্রেটার কি ভাবে পেলেন ?

গৃহহারা এবং জমিহারা হয়েছেন তাঁদের পুনর্বাসনের দাবী পূরণ করতে হবে। বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের ত্রাণে সরকার দৈনিক চার কোটি টাকা খরচ করতে পেরেছেন। সেই খরচ আমরা আজ 'কর' দিয়ে শোধ করছি। কিন্তু পঃ বঙ্গের এই গৃহহারারা কি দোষ করেছে যে তাদের পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না ? আমরা যদি সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলনে নামি তবে কোন মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতা নাই যে আমাদের দাবী অগ্রাহ্য করেন। আমাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য বিধান-সভা অভিযান করতে হবে। আগামী ২১শে মার্চ্চ স্থানীয় জনসাধারণের ভাঙ্গন প্রতিরোধের দাবী-দাওয়া সম্বলিত স্মারকলিপি বিধানসভায় পেশ করা হবে আপনারা যদি আমার প্রয়োজন মনে করেন তবে আমি আপনাদের পেছনে আছি।

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৩শে ফাল্গুন বুধবার সন ১৩৭৯ সাল

ছাত্রপরিষদের শিক্ষার দাবী

গত মাসের শেষ সপ্তাহে বহরমপুরে অনুষ্ঠিত ছাত্রপরিষদের ৮ম রাজ্য সম্মেলনে শিক্ষাসংক্রান্ত দাবীর সিদ্ধান্তটি নিঃসন্দেহে প্রশংসার অপেক্ষা রাখে। প্রত্যেক স্বাধীন দেশে শিক্ষা যে কী বস্তু, তাহা সম্যক অবহিত থাকিলে এতদিনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ প্রচেষ্টায় সুষ্ঠু জাতীয় শিক্ষা-নীতি এবং এই রাজ্যের অনুকূল শিক্ষাধারা স্থিরীকৃত হইত; অযথা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিত না। বাজেটের সঙ্কুচিত বরাদ্দে এবং আমলাতান্ত্রিক চাপে শিক্ষার এমন নাজেহাল অবস্থা হইত না।

উল্লেখিত সম্মেলনে প্রাক্তন এবং নববৃত প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিদ্বয় শিক্ষার সম্বন্ধে নানা কথা বলিয়াছেন। সর্বশ্রেণীর লোকের সমান সুযোগ থাকে এমন যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করিতে হইবে। শিক্ষাব্যবস্থায় ভেদাভেদ রাখা চলিবে না; উচ্চ ও নিম্নমানের বিদ্যালয় রাখা হইবে না। মিশনারী বিদ্যালয়ের শিক্ষাধারা দেশীয় ধাঁচে করিতে হইবে; কেন না, মিশনারী শিক্ষাব্যবস্থায় আমলা-তন্ত্রের সৃষ্টি করে যে মনোবৃত্তির সহিত সাধারণ ছাত্রদের বিরাট ব্যবধান আছে। কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকে এমন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার দাবী উঠিয়াছে।

আমরা একাধিক সংখ্যায় শিক্ষার দাবীতে বহু কথা লিখিয়াছি। সেগুলিতে উপরিলিখিত সমস্ত কথাই বলা হইয়াছিল। ছাত্রপরিষদের এই সম্মেলন শিক্ষাসংক্রান্ত আট দফা দাবী পুরণ না হইলে আন্দোলনের ঘোষণা করিয়াছেন। সুখের কথা, শিক্ষার জন্য আন্দোলন অতঃপর শাসকদলের পক্ষ উপলব্ধি করিতেছেন। ইহার আগে যে সব শিক্ষা-আন্দোলন রাজ্যে হইয়াছিল, সেগুলি বিরোধী রাজনৈতিক দলের ক্রিয়াকলাপ বলিয়া শাসকপক্ষ মনে করিতেন। শিক্ষার দাবী খাওয়া-বাঁচার মতই এক গণদাবী—যাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া অস্বীকৃত হইয়া আসিয়াছে। ছাত্রপরিষদ শিক্ষা দাবীতে সোচ্চার হইয়াছেন—ইহা আনন্দের কথা।

প্রসঙ্গতঃ আমলাতান্ত্রিক মনোবৃত্তির একটি নমুনা ছাত্রপরিষদকে স্মরণ করাইয়া ইহার আশু প্রতিবিধানের অনুরোধ জানাই। শিক্ষকদের পেনসন দেওয়ার ব্যাপার নীতিগত স্বীকৃতিতেই অফিস-চন্দ্রচূড়ের জটাজালে ঘুংপাক খাইতেছে বহু বৎসর ধরিয়া। তাহার অতিক্ষীণ ধারাটি করুণাধারারূপে অভিশাপগ্রস্ত অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ শিক্ষককে কবে যে উদ্ধার করিবে জানিবার পূর্বেই অনেকে পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছেন। ছাত্র-পরিষদের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন: তাঁহারা ভগীরথের ভূমিকাটুকু গ্রহণ করুন। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের পেনসন (হার অতি নগণ্য হইলেও) দেওয়া হইবে—এই ঘোষণা বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে দেওয়া সত্ত্বেও দিনের পর দিন অফিস-ফর্মালিটির চাপে চাপা রাখিয়া অভাবগ্রস্ত বৃদ্ধ শিক্ষকের বিড়ম্বিত ভাগ্য লইয়া উপহাস করাতে তাবৎ সভ্য-রাষ্ট্রগুলির প্রশংসা নিশ্চয়ই অর্জন করা যাইবে না মুখে জনগণের জন্য সরকার বলিলেও। এই টালবাহানায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'ইমেজ' কতখানি উজ্জ্বল হইতেছে?

প্রসারিত কর—আরো চাহি কর—হাওয়া-কর

মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের ভাবনার কিছু নাই; অর্থবানদের উপরেই আর্থিক চাপ পড়িবে। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে সেই একই পুরাতন আশ্বাস, সেই চিরন্তনী নীতি, সে একই মিষ্টি কথার প্রলেপে পয়সা নিংড়াইয়া লওয়ার ব্যাপক কৌশল।

কেন্দ্রীয় বাজেটে অতিরিক্ত কর বসাইয়া মোট ঘাটতির ২৯২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার সংস্থানের পথ নির্দেশ থাকিলেও ৮৫ কোটি টাকা ঘাটতি থাকিয়াই যাইবে যাহা ঘাড়ে করিয়া ১৯৭৪-৭৫ এর বাজেট রচিত হইবে। ২৯২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার মধ্যে ১৫৬ কোটি আসিবে বাণিজ্য শুল্ক হারের পরিবর্তনে, ১১৮ কোটি মিলিবে উৎপাদন শুল্ক হইতে এবং প্রত্যক্ষ কর হইতে পাওয়া যাইবে ১৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা।

সব জিনিসেরই দর বাড়িবে। আমরা পূর্ব-সংখ্যায় কেন্দ্রীয় রেল বাজেটের ফল লিখিয়াছি। রাজ্য বাজেটের কথাও বলা হইয়াছে। সর্বপ্রকারের ভোগ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়া যাইতেছে। ধনীর ব্যবহার্য বিলাসদ্রব্যে সাধারণের মাথাব্যথা নাই। দরবৃদ্ধির তালিকা হইতে ইহা বুঝা শক্ত নয় যে, পেট্রল, কৃত্রিম সুতা, কষ্টিক সোডা, রবার কেমিক্যাল, প্লাষ্টিক দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধির অনিবার্য ফল: বাসভাড়া, মালপরিবহণ ভাড়া, বস্ত্রাদির দাম, সাবানের দাম, রবারজাত জিনিসের দাম বাড়িবে এবং ইহারা সাধারণ মানুষের উপর আর্থিক চাপ অবশ্যই সৃষ্টি করিবে। রেল-মাশুল বৃদ্ধিতে অপরাপর জিনিসের দাম তো বাড়িবেই।

কেন্দ্রীয় বাজেটের ৮৫ কোটি টাকা ঘাটতি হিসাবে থাকিয়া যাইতেছে। ইহা বর্তমান বৎসরে পূরণ করিয়া লইলে ভাল হইত। তাহা হইলে ১৯৭৪-৭৫ এর বাজেট ঘাটতি ভিত্তিক হইত না। মানুষও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে পারিত। প্রশ্ন হইতে পারে কিসের উপর ভর করিয়া এই টাকা আসিবে? কর বাড়াইলেও কর আদায়ের কোন পথই যদি আর না থাকে তবে সকলের শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য চালাইবার জন্য এই দেশের হাওয়া লইতে গেলে স্বদেশী বিদেশী সকলের উপর হাওয়া-কর বসাইবার ব্যবস্থায় তাহার সহজ সমাধান হইতে পারে।

পুরাতনী

সম্পাদনা: শ্রীমৃগাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

(নূতন আর্থিক বৎসরে ৪৮ বৎসর পূর্বে দাদা-ঠাকুর রচিত নিম্নলিখিত কবিতাটি উল্লেখের অবকাশ রাখে।)

॥ বিড়ি ॥ বিড়ি কয়, সিগারেট!
গেল তোর মার্কেট,
জব্দ করিনু এবে তোরে।
নন্ কো-ঠেলা বিষম
কাট্‌তি হইয়া কম;
মরিয়া বাঁচিবি কি করে?

॥ সিগারেট ॥ বিড়ি, তুই পাতামোড়া;
গন্ধেতে মরাপোড়া,
খেতে গিয়ে ঠোঁট করে জ্বালা।
আমি অতি সুখসেব্য;
চেহারায় সভ্যভব্য
আমারে তাড়ায় কোন্—?

॥ অথ ধূমপান সমাচার ॥

— উদয়ন চৌধুরী

[জঙ্গিপুর মহকুমার একটি উল্লেখযোগ্য কুটির-শিল্প বিড়ি-শিল্প। প্রায় পঞ্চাশ হাজার মানুষের একমাত্র জীবিকার মাধ্যম এই শিল্প। কিন্তু অজস্র সমস্যা কণ্টকিত এই শিল্প। শিল্প ও শ্রমিকদের নানাবিধ সমস্যাকে লঘুরসাত্মক ভঙ্গীতে তুলে ধরার চেষ্টা করবেন ধারাবাহিকভাবে—আমাদের পত্রিকার ধুলিয়ান— অরঙ্গাবাদ অঞ্চলের নিজস্ব সংবাদদাতা শ্রীউদয়ন চৌধুরী তাঁর বর্ত্তমান এই ফিচার-ধর্মী রচনাটির মাধ্যমে। —সম্পাদক 'জঙ্গিপুর সংবাদ']

গেছলাম অরঙ্গাবাদ। 'মা তারা' বাস থেকে নামতেই কলেজ মোড়ে পুনশ্চ দেখা নেক মহম্মদের সঙ্গে। ওর একরাশ কাঁচা-পাকা গোঁফ দাড়ির জঙ্গলে ভর্ত্তি মুখে পানখেকো কস ধরা এবড়ো-খেবড়ো দাঁতগুলো বের করে স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বল্লে, 'আরে চৌধুরী মশাই যে গো, কুত্থে চলছেন ?'

—'আর বলো কেন—তোমাদের এদিকেই এলুম একটু।' একটা দায় সারা উত্তর দিয়ে কলেজ-মোড়ের রাস্তায় হাঁটছিলাম। কিন্তু পেছন ফিরে দেখি নেক মহম্মদ পিছু পিছু হাঁটছে আমার। —'কি ব্যাপার নেক—তুমি আসছো যে ?' একটু ইতঃস্তত করে উত্তর দেয় নেক মহম্মদঃ 'চলেন গো কত্তা—আপনাকে এট্টু এগ্‌গে দিই। বান্ধব কোম্পানীতে যাবেন তো মতি-বাবুর ঠেঙে।' কি করি অগত্যা বলতেই হয় গন্তব্যস্থলের কথা—'না নেক একটু যাব বিড়ি ইউনিয়নের অফিসে।'

—'হায় কত্তা ইউনিয়নে যেয়ে কি কাম করবেন গো! উ শালারা সব মালিকের দালাল—মজুরী বাড়াবার নামে অট্টোরস্তা চাঁদা গেলবার যম।' কপালে হাত চাপড়ায় নেক মহম্মদ।

সত্যি ঝকমারি আমার—কি বলবো মশাই আপনাদের নেক মহম্মদকে নিয়ে দিকদারীর কথা। সুতরাং চায়ের দোকানে বসতেই হয় ওকে নিয়ে—ঠিক জ্ঞান পালের বইয়ের দোকানের পাশে। চায়ের ভাঁড়ে সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে চুমুক দিতে দিতে জুল জুল করে আমার দিকে তাকায় নেক মহম্মদ। বুঝতে পারি আমি এবার কি বলবে ও। সুতরাং ওকে বলার অবকাশ না দিয়েই পকেট থেকে চারমিনারের প্যাকেট আর দেশলাই বের করে দিই। যদিও জানি চারমিনারের দম্ মেরে নেক মহম্মদ তার সেই পূর্বউদ্ধৃত 'ঘাস' বিশেষণটি প্রয়োগ করে অরঙ্গাবাদী বিড়িতে দম দেবে। তবুও এবারেও ওকে কথা বলার অবকাশ না দিয়ে আমিই বললামঃ আচ্ছা নেক বিড়ি বাঁধার মজুরীর কথা কি যেন বলছিলে—মজুরী তো যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছে জানি।' আমার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ বেঞ্চ থেকে লাফ মেরে দাঁড়ায় নেক মহম্মদ; উত্তেজিতভাবে চিৎকার করে উঠেঃ বেড়েছে ? কুন শালা বলেন গো ?' 'থামো নেক।' ওকে ধমকে থামিয়ে দিই। আপনারাও থামেন গো দাদারা—একটু চারমিনারে দম দিই আমি।

হ্যাঁ, মশাই - এই বিড়ি-মহকুমার অগণিত সাধারণ মানুষ ও কারিগরেরা শুনে রাখুন, বিড়ি শ্রমিকদের মজুরী বেড়েছে। আহা চটছেন কেন—অন্ততঃ কাগজ-কলমে তো বেড়েছে। আসলে সরকারী বড় কর্ত্তারা একটু গা ঘামিয়েছেন। ব্যাপারটা কি জানেন, সারা দেশের বিড়ি-শ্রমিকদের একটা ন্যূনতম মজুরী ধার্য করার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করা হয়েছে। আর এতেই ভারতবর্ষের ত্যাবড়ো-ত্যাবড়ো সব শিল্পপতি বিড়ির কারবারে মুনাফাকারী জ্যেঠাভাই-আম্বালাল-চাম্বালালেদের পক্ষ থেকে যেন গেল গেল রব।

গত ১৭ই জানুয়ারী রাজধানী দিল্লীর বুকে সমস্ত রাজ্যের শ্রম-মন্ত্রীরা মিলিত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় শিল্প-মন্ত্রী আর, কে খাদিলকারকে মধ্যমণি করে। আর এই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সমস্ত রাজ্যের বিড়ি-শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী হওয়া উচিত হাজার প্রতি ৩-২৫ থেকে ৩-৫০ পয়সার মধ্যে। সভায় প্রস্তাবে বলা হয়েছে, বিড়ি উৎপাদনকারী রাজ্যগুলির শ্রম-মন্ত্রীরা উপলব্ধি করেছেন যে, বিভিন্ন রাজ্যের ন্যূনতম মজুরীর হারে পার্থক্য থাকায় বিড়ি-শিল্পকে প্রায়ই এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। এই অবস্থা বন্ধ করতে গেলে সারা দেশের বিড়ি-শ্রমিকদের মজুরীর হার নির্দিষ্ট করা উচিত।

কিন্তু উচিত তো বটে—তবে শিল্প-মন্ত্রীগণ গৃহীত সিদ্ধান্তটির আইনগ্রাহ্য রূপদান কবে হবে মা 'ভগা'-ই তা জানেন। আসলে সবই কাগজে-কলমে। সাত মন তেল ঠিকই পুড়ছে রাধা কিন্তু নাচছে না। মাভৈঃ নেক মহম্মদ—বগলবাজাও মজুরী বাড়ছে, মজুরী বাড়ছে—কিন্তু এখন সব স্তব্ধ কতো মজুরী পাও নেক ?' না নেক মহম্মদ নেই। এতো কচকচানি শোনার ধর্ম তার হয়নি। কোন ফাঁকে পালিয়েছে সে। আপনারাও পালাবেন না কিন্তু। শুনুন মশাই কথা দিচ্ছি, আপনাদের আগামী সপ্তায় অরঙ্গাবাদী—মিঠে-করা বিড়ি খাওয়াবো। আপাততঃ চারমিনারই টানুন চায়ের দোকানে বসে বসে।

ডাকাতি

সাগরদীঘি, ২রা মার্চ্চ – গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে এই থানার ভোলা গ্রামে হায়দার সেখের বাড়ীতে একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দিয়ে ২টি বোমা ফাটায় এবং গৃহস্বামীর ঘাড়ে ছোড়ার আঘাত করে। তারা কিছুই নিতে পারেনি।

ঐ গ্রামেই গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী হায়দার সেখের ভাই ফিরু সেখের বাড়ীতে ডাকাতদল হানা দিয়ে আনুমানিক দুই হাজার টাকা নগদে এবং জিনিস-পত্রে নিয়ে পালিয়ে যায়। এখন পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

গত ৩রা মার্চ্চ রাত্রে নরসিংহপুর গ্রামে শ্রীবলরাম প্রামাণিকের বাড়ীতে আরও একটি ডাকাতির খবর পাওয়া গিয়েছে।

ট্রাক-রিক্সা সংঘর্ষে দুইজন গুরুতর আহত

সাগরদীঘি, ২রা মার্চ্চ – গতকাল বিকেলে ৩৪নং জাতীয় সড়কের পলসণ্ডা এবং সুকীর মাঝে একটি ট্রাক ও রিক্সার সংঘর্ষে রিক্সা আরোহী সাগরদীঘি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বামপন্থী নেতা মহঃ গিয়াসুদ্দিন মির্জা ও রিক্সাচালক গুরুতরভাবে আহত হন। রিক্সাচালককে আশংকাজনক অবস্থায় বহরমপুর সদর হাসপাতালে পাঠান হয়েছে। ট্রাকটির কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

চিঠি-পত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

মাদ্রাসা প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকার ১০ই মাঘ সংখ্যায় "জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা প্রসঙ্গে" শীর্ষক সংবাদের ভিত্তিতে ১৪/২/৭৩ তারিখে প্রকাশিত একটি পত্রের মর্মে উক্ত মাদ্রাসার এ্যাড হক কমিটির সভ্য শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস এবং সম্পাদক শ্রীহবিবুর রহমান যে প্রতিবাদ পত্র জানিয়েছেন তা আমাদের নজরে পড়েছে। আমরা এই প্রতিবাদ পত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলার আগে এইটুকুই চিন্তা করছি—সম্মানীয় ব্যক্তিরা কেমন নির্জলা আত্মবিরোধিতা করতে কুশলী এবং এইটাই বোধ হয় আধুনিক রাজনৈতিক দক্ষতা।

১২/১/৭৩ তারিখে মাদ্রাসার অফিস ঘরে যখন এ্যাড হক কমিটির সভা হচ্ছিল তখন বাইরে অফিস সংলগ্ন বারান্দায় প্রায় শতাধিক লোক (স্থানীয় জনসাধারণ) উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান পত্র লেখকও তাঁদের মধ্যে একজন। আমি নিজের কানে শুনেছি সম্পাদক হবিবুর রহমান (M L A.) সাহেব বলেছেন, "যার বিরুদ্ধে তহবিল তছরুপ ইত্যাদি গুরুতর অভিযোগে মামলা বিচারাধীন আছে তাকেই আবার সেই প্রতিষ্ঠানে ফিরিয়ে নিয়ে এলে জনসাধারণের সামনে আমাদের মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না।" মাননীয় অম্বিকাচরণ দাস মহাশয়ও সম্পাদক মহাশয়ের সঙ্গে একমত হন।

এমতাবস্থায় এ্যাড হক কমিটির সভাপতি হাজী লুৎফল হক সাহেব বলেন, "এটা আমার হুইপ, আপনাদের মানতেই হবে, সাহাদাত হোসেনকে প্রধান শিক্ষকের পদে পুনর্বহাল না করতে পারলে আমার সম্মান থাকে না।" এরপর কমিটির সিদ্ধান্ত খাতায় কী লেখা হয় তা অবশ্য আমরা জানি না। তবে মৌখিকভাবে শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস মহাশয় এবং হবিবুর রহমান সাহেব যে তাঁদের অসম্মতি জ্ঞাপন করেন সে বিষয়ে আমার মত অনেকেই নিঃসন্দেহ। কাজেই আপনাদের প্রকাশিত সংবাদ (১০ই মাঘ সংখ্যায়) প্রকৃতপক্ষে ভিত্তিহীন নয় যদিচ কাগজে-কলমে তার চেহারা অন্য রকম হয়েছে।

মোহাঃ সেরাজুল ইসলাম
মণ্ডলপাড়া।

উলটা পুরাণ

চিন্তামণি বাচস্পতি

ভাবিতেছিলাম কুটীর-শিল্পের উন্নতি হইবে—সিগারেট-পায়ীরা বিড়ি ধরিবেন। তবে বাজেট লইয়া এত বাজার গরম কেন? কর বাড়িয়াছে সত্য; কিন্তু তাহা দেশহিতের জন্য। বিলম্বিত ক্যালেণ্ডারে দাদাঠাকুরের মুখ যেন মুচ্‌কি হাসিল। তাই তো! পেট্রলের দাম বাড়িল বলিয়া কি কেহ মোটরগাড়ি হাঁকাইবেন না? কাপড়ের দাম বাড়িল বলিয়া কি কেহ ·· হইয়া থাকিবেন?

প্রণাম দাদাঠাকুর। আমার বুদ্ধিতে কুলায় নাই। এই কর বৃদ্ধি; তাহার ফলে দর বৃদ্ধি এবং উভয়ে সন্ধি করিয়া কদর বৃদ্ধি। কিন্তু কাহার স্বার্থে? দেশের স্বার্থে? দেশ কাহারা?

যাহারা গাছতলায় অথবা ফুটপাথে দিন কাটায় তাহাদের অবশ্যই কর দিতে হইতেছে না। অতএব তাহারা দেশ নহে। তাহাদের তো ভোট নাই। ভোটদাতারা কি দেশ? না। যাহারা ভোট গ্রহণ করিয়া ভোটদাতাদের সেবা করিবার জন্য মোটর-গাড়ি ক্রয় করিয়া পেট্রল কিনিতে বেশি কর দেন, সিগারেট ফুঁকিয়া বেশি কর দেন, রেয়ন-নাইলন পরিয়া বেশি কর দেন তাহারাই দেশ। যাহারা দিন আনে দিন খায় তাহারা রেলে চড়ে না, অতএব রেলের ভাড়া বাড়িল। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ চলিয়াছে? কিন্তু সকলে যাহাতে বিদ্যুৎসংযোগ না করিতে পারে সেজন্যই সরঞ্জামের দর বাড়িল।

বর্দ্ধিত করস্পর্শে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম দ্বিগুণ আগুন হইল। সরকার খনি অধিগ্রহণ করিয়া কয়লাকে কুলীন করিলেন। চাল-গম-ডাল-তেল-কাপড় সবই দুর্মূল্য। রেলের মাশুল বাড়িল বলিয়া এবং অন্যান্য পরোক্ষ করের দৌলতে আর কেহ কমদামী গরীব রহিবে না।

ইহার পর একদিন ঘটা করিয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ আন্দোলনের ডাক আসিবে। বেকার ছেলেদের চাকুরি দিবার ধোকা দিয়া পথে বসাইলে—'মুনাফাখোর হুঁশিয়ার' বলিয়া আওয়াজ তুলিবে। হয়তো লোক দেখানো অনশনও হইবে। (এখনও লোক লজ্জার বালাই আছে?) আছি কোথায়?

হঠাৎ দৈববাণী শুনিলাম—দাদাঠাকুরের কণ্ঠস্বর —"এ হৈ চৈ দু'দিনেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। প্রতি বছরই হয়। তোদের সহ্য শক্তি অসাধারণ। কেবল মুখটা চুলবুলে।

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

শ্রীমোরারজি দেশাই তাঁর আত্মজীবনীতে নাকি লিখেছেন যে, অন্যকে প্রভাবিত করা ছাড়া শ্রীনেহরু কদাচিৎ ক্রুদ্ধ হতেন।

—ব্যাজস্তুতি?

* * *

ঐ বইতে শ্রীদেশাই ১৯৩৬ সালের একটি ঘটনার উল্লেখ করে শ্রীনেহরুর সারল্যের কথা বলেছেন।

—অত দূরে কেন? ভারতের জায়গা বেহাত হতে দেওয়াতেও সে পরিচয় মেলে।

* * *

দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সম্প্রসারণের সম্ভাবনা নেই শ্রীকুমারমঙ্গলম বলেছেন।

—নামে মঙ্গল, কথায় অমঙ্গল।

* * *

মেদিনীপুরের খবর: বারো বছরের শেখ মোবারক দীঘা সমুদ্রতীরে ১১ হাজার টাকা দামের একটি সোনার থালা কুড়িয়ে পেয়েছে।

—সমুদ্র রত্নাকর!

আকস্মিক দুর্ঘটনা

ফরাক্কা ব্যারেজ, ৫ই মার্চ্চ—এখানকার ৩৪নং জাতীয় সড়কের উপর সম্প্রতি ইমামনগর এবং বিন্দু-গ্রামে মোটর ট্রাক আর প্রাইভেট ট্যাকসীর আঘাতে যে দুজন বালক জখম হয়, তার মধ্যে ইমামনগরের ছেলেটি মারা যায়। অপর বালকটি হাসপাতালে আরোগ্যের পথে। প্রাইভেট ট্যাকসীর মালিক-চালক শিলিগুড়ির জনৈক চিকিৎসক। আহত ছেলেটির চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয়ভার তিনি বহন করছেন। ট্রাকচালক গ্রেপ্তার।

অধিক ফলনশীল শস্যের চাষ সম্বন্ধে আলোচনাচক্র

নিমতিতা, ২৬শে ফেব্রুয়ারী—জঙ্গিপুর মহকুমার সুতী ২নং উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক উচ্চ ফলনশীল শস্যের নিবিড় চাষ সম্বন্ধে গত ২১/২/৭৩ তারিখে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনাচক্রে সভাপতিত্ব করেন কাশিমনগর অঞ্চলের প্রধান শ্রীবিনয়ভূষণ সরকার। উক্ত সভায় অত্র ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রগতিশীল চাষীগণ নিবিড় চাষের জন্য উচ্চ ফলনশীল বীজ, সার, অগভীর নলকূপ ও পাম্পসেট ইত্যাদির সমস্যা ও চাহিদা নিয়ে আলোচনা করেন। ব্লকের কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক মহাশয় নিবিড় চাষের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। হাজী লুৎফল হক এম, পি নিবিড় চাষের সমর্থনে একটি আবেদন পাঠ করেন।

প্রাক্তন সশস্ত্রবাহিনী সম্মেলন

বহরমপুর, ৩রা মার্চ—গত ১লা মার্চ এখানে জেলা শাসকের বাংলো অফিস সংলগ্ন হলে প্রাক্তন সৈনিক-নাবিক ও বৈমানিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন মেজর জেনারেল প্রেমাংশু চৌধুরী, পি, ভি, এস, এম, জেনারেল অফিসার কমাণ্ডিং, বেঙ্গল এরিয়া। সম্মেলনে প্রাক্তন সৈনিকদের অবস্থার উন্নতিসাধন, পুত্রহারা জননী ও স্বামীহারা স্ত্রীকে সেলাই মেসিন ও জায়গা দান প্রভৃতির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক প্রবন্ধ "জঙ্গিপুরের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাস" অনিবার্য্য কারণবশতঃ বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হল না। সম্পাদক—'জঙ্গিপুর সংবাদ'

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদের অধীন গুজার-ঘাটগুলি ১৯৭৩ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৪ সালের ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরের জন্য নগদ জমায় আগামী ১৫ই মার্চ ১৯৭৩ তারিখে কলাডাংগা ডাকবাংলোতে ১৬ই মার্চ, ১৯৭৩ তারিখে বেলডাংগা ডাক-বাংলোতে, ১৭ই মার্চ ১৯৭৩ কান্দী ডাক-বাংলোতে, ২০শে মার্চ ১৯৭৩ তারিখে বহরমপুর জিলা পরিষদ অফিসে, ২২শে মার্চ ১৯৭৩ তারিখে জিয়াগঞ্জ ডাকবাংলোতে, ২৩শে মার্চ ১৯৭৩ তারিখে রঘুনাথগঞ্জ ডাক-বাংলোতে প্রতিদিন বেলা দুই ঘটিকার সময় নিলামডাকে বন্দোবস্ত করা হইবে। নিলাম গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ জিলা পরিষদের অফিসে ঘাটের বিধি ও কোন ঘাট কোন দিন নিলাম হইবে ও অন্যান্য নিয়মাবলী জানিতে পারিবেন।

চিত্তরঞ্জন দাস, প্রশাসক,
মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ

রহস্য কোথায়?

আহিরণ, ১লা মার্চ—গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী স্থানীয় বাদশা সেখের বাড়ীতে তল্লাসী চালিয়ে সুতী থানার পুলিশ রেলের 'স্লিপার' ও কিছু তামার তার উদ্ধার করে এবং বাদশাকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। সংবাদে প্রকাশ বাদশা সেখ অল্প কিছুক্ষণ মধ্যে থানা হতে মুক্ত হয়ে ফিরে আসায় স্থানীয় জনমানসে পুলিশী কার্য্যকলাপের প্রতি তীব্র সন্দেহ ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

জঙ্গিপুর সংবাদ

(সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র)

১৯৫৬ সালের সংবাদ-পত্র রেজিষ্ট্রেসন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী মালিকানা ও অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ :—

৪নং ফরম

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয়—"জঙ্গিপুর সংবাদ" কার্য্যালয়, পণ্ডিত-প্রেস, চাউলপটী পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ)

২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—সাপ্তাহিক

৩, ৪, ৫,। মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদকের নাম—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত
জাতি—ভারতীয় নাগরিক
বাসস্থান—চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ
জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ)

৬। এই সংবাদ-পত্রের স্বত্বাধিকারী অথবা যে সকল অংশীদার মূলধনের এক শতাংশের অধিক অংশের অধিকারী তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা—
স্বত্বাধিকারী—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত ও
শ্রীঅমলকুমার পণ্ডিত
পণ্ডিত-প্রেস, চাউলপটী, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ
জেলা মুর্শিদাবাদ (পঃ বঙ্গ)

আমি শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

তারিখ — স্বাঃ—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত,
রঘুনাথগঞ্জ — প্রকাশক।
৭ই মার্চ্চ, ১৯৭৩

নাট্যাভিনয়

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ঠা মার্চ—জঙ্গিপুর মহকুমা-শাসক অফিসের কর্মচারিবৃন্দ গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী হতে ২রা মার্চ্চ পর্য্যন্ত চার রাত্রি নাট্যাভিনয় করে বঙ্গ রঙ্গ মঞ্চের শতবর্ষ-পূর্তি উৎসব পালন করলেন।

অভিনয়ের সূত্রপাত করেন কলিকাতা এম, জি, এন্টারপ্রাইজের 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'সাধক বামাখ্যাপা' নাটক দিয়ে। মহেন্দ্র গুপ্তের সিরাজদ্দৌলা দেখার জন্য প্রচুর জনসমাগম হয়। সাধক বামাখ্যাপায় দর্শকদের প্রচুর ভীড় হওয়ায় রঙ্গালয়ের শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ হয় ও কয়েকটা অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে। মহকুমা শাসক নিজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এগিয়ে আসেন। ১লা ও ২রা মার্চ্চ পূর্ব্বদিনের অভিজ্ঞতার জন্য দর্শকের চাপ অত্যন্ত কম হয়। কলিকাতার শিল্পীদের নাটক ছাড়া স্থানীয় শিল্পীদের 'বৈকুণ্ঠের উইল' ও 'সাজাহান' নাটক দুটির মধ্যে সাজাহান নাটকটি অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। বৈকুণ্ঠের উইল-এর মত সুন্দর জমজমাট নাটকখানি শিল্পীদের প্রস্তুতির অভাবে আদৌ জমেনি। তবুও বৈকুণ্ঠ, ভবানী ও আবুর মা-এর ভূমিকায় মলিনা দেবী, দীপ্তি দেবী ও হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় উল্লেখযোগ্য। সাজাহান নাটকের

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া ও

জটিলতাহীন এই কুকারটির ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিঃ

রাস্তা দৌড় প্রতিযোগিতা

রঘুনাথগঞ্জ, ৪ঠা মার্চ্চ—আজ সকালে রঘুনাথগঞ্জ রোড রেস এ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় ৮ম বার্ষিক রাস্তা দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ১১ কি. মি-তে ১ম হন এন, সাঁতরা, রঘুনাথগঞ্জ সেবাশিবির, ২য় মহঃ ফকরুল আলম, লালবাগ বান্ধব সমিতি, ৩য় এস, কুণ্ডু, রঘুনাথগঞ্জ সেবাশিবির। ৩ কি. মি-তে ১ম নিমাই ঘোষ, রঘুনাথগঞ্জ, ২য় ভোলানাথ সরকার, মির্জাপুর শিবরাম স্মৃতি পাঠাগার, ৩য় সজীব দে, রঘুনাথগঞ্জ সেবাশিবির।

১ম পৃষ্ঠার পর, [ধুলিয়ান গঙ্গা-ভাঙ্গন প্রতিরোধে সম্মেলন]

গঙ্গা-ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি এবং জঙ্গিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান শ্রীগৌরীপতি চ্যাটার্জ্জী এই ভাঙ্গনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর মনোভাবকে কবিগুরুর "সামান্য ক্ষতি"-র সঙ্গে তুলনা করে বলেন যে, যাদের চক্রান্তে পঃ বাংলা আজ বিপন্ন তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। তাছাড়া সম্মেলনে ভাষণ দেন শীষ মহম্মদ, এম, এল, এ এবং শ্রীশিবু স্যান্যাল। সভপতিত্ব করেন শ্রীরাধানাথ চৌধুরী।

ভ্রম সংশোধন

গত ১৬ই ফাল্গুনের জঙ্গিপুর সংবাদে মুদ্রিত চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালতের নোটীশে ভুলক্রমে ২৮১/৬৭ অন্য স্থলে ২৮৭/৬৭ অন্য ছাপা হইয়াছে। সঠিক নম্বর দিয়া পুনর্মুদ্রিত করা হইল।

নোটীশ

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত
মোকর্দ্দমা নং ২৮১/৬৭ অন্য
বাদী—আবদুর রহিম সেখ দিং সাং গোফুরপুর, থানা রঘুনাথগঞ্জ
বনাম
বিবাদী—(১) অনিশকুমার সিংহ রায় দিং (৪) সতীরাণী দেবী (৫) দুলুবালা দেবী পিতা মৃত উমাপতি রায় সাং জঙ্গিপুর C/o. অনিলকুমার রায় থানা রঘুনাথগঞ্জ প্রতি

এতদ্দ্বারা আপনাদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, উক্ত বাদীগণ মৌজে ছোটকালিয়াই মধ্যে C. S. খতিয়ান ৪২৯ দাগ নং ১৪০৩ পরিমাণ ৯২ শতক মধ্যে ৮৬ শতক সম্পত্তির জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে উক্ত নং মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়া আপনাদিগকে পুনঃ পুনঃ সমন দেওয়া সত্ত্বেও আপনারা সমনজারী এড়াইয়া থাকায় আপনাদের নামীয় সমন দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের অর্ডার ৫ রুল ২০ মতে জারীর আদেশ দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে আগামী সন ১৯৭৩ সালের ২০-৩-৭৩ তারিখে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া দর্শাইবেন নচেৎ একতরফা শুনানী হইয়া যাইবে।

By Order of the Court, Sd/- H. K. Roy, Sharistadar,
21-2-73 1st Munsiff's Court, Jangipur.

৫ম পৃষ্ঠার পর [নাট্যাভিনয়]

সাজাহানের ভূমিকায় শিবশংকর ঘোষ, নাদিরার ভূমিকায় ইলা সিংহ রায়, জহরতের ভূমিকায় স্মৃতি কবিরাজ, জাহানারা ও পিয়ারার ভূমিকায় শিপ্রা সাহা ও দীপা হালদার দর্শকদের আনন্দ দিতে সক্ষম হয়।

উক্ত রিক্রিয়েশন ক্লাবের ঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চের যান্ত্রিক ব্যর্থতা দর্শকমনে হতাশার সৃষ্টি করে।

বচসা—ছিনতাই—রক্তপাত

রঘুনাথগঞ্জ, ২রা মার্চ্চ—গতকাল রঘুনাথগঞ্জ থানার জেঠা গ্রামে ভাদু দাসের সাথে সুজাপুর গ্রামের আবদুল আজিজের জমির ফসল তছরুপকে কেন্দ্র করে বচসা হয়। পরে আবদুল আজিজ সঙ্গে পিস্তল নিয়ে মাঠে যান। পিস্তলের খবর জানতে পেরে ভাদু দাসসহ গ্রামের কয়েকজন তাঁর কাছ হতে জোরপূর্ব্বক পিস্তলটি কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে পিস্তল থেকে একটি গুলি বেরিয়ে এসে আবদুল আজিজের পা জখম হয়। রক্তাক্ত আবদুল আজিজ পিস্তল ফেলে সুজাপুর পালিয়ে আসেন। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পিস্তলটি সীজ করে নিয়ে আসে। এ ব্যাপারে কেহ গ্রেপ্তার হয়নি।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে, দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।